গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার মার্চ, ২০২৩ এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	২০ মার্চ ২০২৩
সভার সময়	বেলা ০৩.৩০ টা
স্থান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করা হয়। সভার শুরুতে সভাপতি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালোরাতে ঘাতকদের হাতে শাহাদতবরণকারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতু নেছা মুজিবসহ জাতির পিতার পরিবারের সদস্যবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধাসহ স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী সকলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)-কে অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন এবং নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

১) ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
সভায় ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসের সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনানো হয়। কোনরূপ সংশোধনী নেই।	বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হলো।	....

২। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৯টি নির্দেশনা রয়েছে। এর মধ্যে ৬টি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত, ২টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অপর একটি বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত

<table>
<tr>
<td>নির্দেশনা-১</td>
<td>(ক) আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে

(খ)মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।

(গ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে “Modernization of DNC” প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।
(তারিখ : ২১.০১.২০১৯, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ)</td>
<td>অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, নির্দেশনাটির আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত আছে। বিবেচ্য মাসে তাঁর অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের নিম্নরূপ তথ্যাবলী উপস্থাপন করেন :

(ক) অভিযান সংক্রান্ত : বিবেচ্য মাসসহ বিগত তিন মাসের অভিযানের তথ্য-

<table>
<tr><th rowspan="2">মাসের নাম</th><th colspan="2">অভিযান সংখ্যা</th><th rowspan="2">আসামির সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>ডিএনসি একক</th><th>একাধিক সংস্থা</th></tr>
<tr><td>ফেব্রুয়ারি</td><td>৮৬৭১</td><td>০</td><td>২৫৩৪</td></tr>
<tr><td>জানুয়ারি</td><td>৯১০৮</td><td>০</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ডিসেম্বর</td><td>৯১৩৩</td><td>০</td><td>-</td></tr>
</table>

(খ) ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ এ সারাদেশে মাদকবিরোধী ২৫টি ওয়ার্কশপ, ৮টি সেমিনার আয়োজন করা হয়। ফেসবুক/ইউটিউব এর মাধ্যমে ১১টি টিভিসি/টিভি ফিলার/নাটক/নাটিকা/থিম সং ইত্যাদি প্রচার করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬২টি আলোচনা সভা এবং ১০৪টি শ্রেণি বক্তৃতা প্রদান করা হয়েছে, মাদকের ক্ষতিকর দিকসংবলিত ৪৭৯টি পোস্টার, ২১,৯২০টি লিফলেট, ৩৯৭টি ফেস্টুন, ৮৫০টি স্টিকার, ১৬৮৫টি হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ৫১৫টি মাস্ক, ৩৬৭টি টি-শার্ট, ৫৬০টি ব্যাগ, ৯৮টি মগ ২১টি ছাতা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাবসংবলিত ১১টি টিভিসি/টিভিফিলার/নাটক/নাটিকা ইত্যাদি ফেসবুক/ইউটিউব এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। ৬টি প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে।

(গ)০২.০৬.২০২২ তারিখে বুয়েট-কে “Modernization of DNC” প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডিসহ ডিপিপি প্রণয়নের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বুয়েট কর্তৃক ফিজিবিলিটি স্টাডিসহ ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।</td>
<td>(১) একাধিক সংস্থার সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।

(২) মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করতে হবে।

(৩) মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে পরবর্তী কাজ শুরু করতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>নির্দেশনা-২</td>
<td>মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করা ও পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে।

(২০.০১.২০১৯, সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)</td>
<td>১) সভাকে জানানো হয় যে, তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তরের লক্ষ্যে ১৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে “কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জুন, ২০২৫ এর মধ্যে প্রকল্পটি শেষ হবে।

২) ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।

৩) বিভাগীয় শহরে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিটি জেলা শহরেও অনুরুপ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে।

(৪) জেলাসমুহে অবস্থিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন ও কার্যক্রম মনিটর করা হচ্ছে।</td>
<td>(১)বিনির্দেশ মোতাবেক কাজের গুণগত মান বজায় রেখে “কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে হবে।

(২) ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে হবে।

(৩) প্রতিটি জেলা শহরে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে ৬৪টি জেলাকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

(৪) প্রতি মাসে কতটি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে দিতে হবে।

ছক :
<table>
<tr><th>মোট বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা</th><th>বিবেচ্য মাসে পরিদর্শনকৃত কেন্দ্রের সংখ্যা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।</td>
</tr>
<tr>
<td>নির্দেশনা-৩</td>
<td>মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান : সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)</td>
<td>বাস্তবায়িত</td>
<td>---</td>
</tr>
</table>

নির্দেশনা-৪	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়):**	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, "মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিবর্তিত নকশা অনুযায়ী কুষ্টিয়া সদর উপজেলাধীন ঢাকা ঝালপাড়া মৌজার ২০.১৩১০ একর জমি অধিগ্রহণ/ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে এ বিভাগ হতে দেয়া হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান ও ফিনিশ সিডিউল প্রণয়ন করে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর নিকট দাখিল করেছে। দাখিলকৃত মাস্টার প্ল্যান পর্যালোচনা করে কিছু সংশোধনের সুপারিশ করে পুনরায় স্থাপত্য অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।	১) দ্রুত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও ফিনিশ সিডিউল চূড়ান্ত ও প্রতিস্বাক্ষর করানো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**
নির্দেশনা-৫	**সোনাপাচার/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানবপাচারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। (০৭.০৫.২০১৫, স্থান : রমনা, ঢাকা)**	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ নির্দেশনা অনুসরণ করে মাদক পাচার বিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়া সিসাবারসমূহে মাদকের বেআইনি ব্যবহার ও বিপণনের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।	১)মাদকদ্রব্য পাচার বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। সিসাবারসমূহে মাদকের বেআইনি ব্যবহার ও বিপণনের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**
নির্দেশনা-৬	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের দাবিকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। (তারিখ ০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা)**	**বাস্তবায়িত**	---
নির্দেশনা-৭	**এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদকদ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনতে হবে। (০৭.০৫.২০১৫, রমনা, ঢাকা)**	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানান যে, এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদকদ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে নজরদারি বৃদ্ধির জন্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা বিশেষ করে অতিরিক্ত পরিচালকগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের আলাদা তালিকা প্রস্তুত করে তা নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারক করতে হবে। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**

নির্দেশনা-৮	**ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (০৭.০৫.২০১৫, রমনা, ঢাকা)**	ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মিয়ানমারের সেন্ট্রাল কমিটি ফর ড্রাগ অ্যাবিউজ কন্ট্রোল এর মধ্যে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ৫ম দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	ডিসি-ডিএম বৈঠকের অনুরূপ সীমান্তবর্তী এলাকায় জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়েও মাদক ও চোরাচালান বিরোধী আন্তঃসীমান্ত বৈঠক আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**
নির্দেশনা-৯	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। (তারিখ-১৩.০৩.২০১৪, স্থান : রমনা, ঢাকা-১০)**	**বাস্তবায়িত**	---

৩। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : সভাকে জানানো হয় যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ১৬টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আছে। ৯টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত। ৪টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আংশিক বাস্তবায়িত।

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
নির্দেশনা-১	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। (তারিখ-২০.০১.২০১৯; সম্মেলনকক্ষ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) শীর্ষক প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান।	১)দ্রুত ডিপিপি চূড়ান্ত করে পিইসি সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-২	**গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে**	গ্যাপ এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে ফায়ার স্টেশন চালুর লক্ষ্যে বর্তমানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । **১) দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প :** রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, ও সিলেট বিভাগ্যের গুরুত্বপূর্ণ ৫১ টি উপজেলা/থানা সদরে ১ টি করে ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া চলমান ছিল। এ অবস্থায় ২৯.১২.২০২২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১) দেশের উত্তর অঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প-এর ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ২)দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ)

	সাথেই সেটি চালু করা যায়। **(তারিখ-২০.০১.২০১৯), স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	ধর্মপাশা ও শাল্লায় নৌ ফায়ার স্টেশন এবং সোনাহাট, তামাবিল ও নাকুগাঁও স্থলবন্দরে মোট ৫টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের দিকনির্দেশনা দেয়। নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য এপ্রিল-২০২৩ মাসের মধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করা সম্ভব হবে মর্মে মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। **২) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানাসদর/স্থানে ৬১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পঃ** দেশের দক্ষিণাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৬১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ১৩.১০.২০২১ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ফায়ার স্টেশনবিহীন ১০টি উপজেলা এ প্রকল্প থেকে স্থানান্তর করে প্রস্তাবিত 'দেশের গুরত্বপূর্ণ স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন' প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরে এপ্রিল, ২০২৩ এর মধ্যে প্রেরণ করা হবে। **৩) ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প :** ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ০৬-০৪-২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে গণপূর্ত বিভাগের পূর্তকাজের রেট সিডিউল পরিবর্তনসহ নতুন ২টি ফায়ার স্টেশন (আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল, নারায়ণগঞ্জ ও যশোদল, কিশোরগঞ্জ) অন্তর্ভুক্ত করে ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে ২৯-১২-২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। **৪) দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প** : সমাপ্তকৃত ১৫৬ (সংশোধিত ১৪৩) প্রকল্প ও ২৫ (সংশোধিত ৪৬) প্রকল্প থেকে বাদ পড়া ২০টি এবং নতুন ১১টি স্থান অন্তর্ভূক্ত করে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি গত ০৩-০২-২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১০-০২-২০২২ তারিখের নির্দেশনামতে ডিপিপির কিছু অংশ সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত নির্দেশনা ও চাহিদার আলোকে নতুন ১৪টি এবং জরাজীর্ণ ৭টিসহ সর্বমোট (৩১+২১)=৫২টি ফায়ার স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি প্রণয়ন করে ২৯-১২-২০২২ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরও ২টি ফায়ার স্টেশন অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সর্বমোট ৫৪টি ফায়ার স্টেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ১২.০৩.২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৬১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৩) ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৪) ১৫৬ প্রকল্প ও ২৫ প্রকল্প থেকে বাদ পড়া ২০টি এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত ৯টিসহ সর্বমোট ৩১টি ফায়ার স্টেশন-এর জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সমাপ্তের লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৩	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে (তারিখ ২০.০১.২০১৯):স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	প্রস্তাবিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি' অধিগ্রহণকৃত ১০০.৯২ একর জমি ০৯ নভেম্বর ২০২১ তারিখে মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যালয় কর্তৃক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অনুকূলে হস্তান্তর-গ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ডিপিপি ০৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে দাখিল করা হয়েছে । এছাড়া ৩০.০৮.২০২২ তারিখ প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) প্রকল্পের ডিপিপি চূড়ান্ত করে তা অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৪	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে (তারিখ ২০.০১.২০১৯):স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	১) নির্দেশনার আলোকে ফায়ার ম্যান পদের নাম ফায়ার ফাইটার হিসাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। ২) ৪৩টি সহকারী পরিচালক পদ সৃজনের প্রস্তাবে অর্থ বিভাগ অসম্মতি জ্ঞাপন করেছে। ৩) উপসহকারী পরিচালকের পদ নবম গ্রেডে উন্নীতকরণে প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ১৫.০১.২০২৩ তারিখে অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা করে চলমান কার্যক্রমে বিভিন্ন পদের পদ সোপান এবং বেতন গ্রেডের অসামাঞ্জস্যতা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের নিমিত্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগের বিবেচনাধীন প্রস্তাবটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের অগ্নি অনুবিভাগের উদ্যোগে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	১) প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সাংগাঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৪	**(ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে;** **(খ) যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (তারিখ-২০.০১.২০ স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়):**	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের সমন্বয়ে ১০টি স্পেশালাইজড ইউনিট (FARSOW) গঠনের লক্ষ্যে ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ২৪.০৩.২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান। এপ্রিল, ২০২২-এর মধ্যে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। (২) যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, এ বিষয়ে বিআরটিএ ও বিস্ফোরক অধিদপ্তরকে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরন প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।	১)ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠনের কাজ আরো ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৬	**নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।** **(তারিখ-১৩.০৩.২০১৪)** **স্থান: রমনা, ঢাকা:**	সভায় ডিজি, ফায়ার সার্ভিসের প্রতিনিধি সভাকে জানান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। উক্ত অধিদপ্তর থেকে যেন প্রয়োজন ভিত্তিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে সে বিষয়ে তাদের পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়া ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে সরবরাহ করে এমন যন্ত্রপাতি বাদ দিয়ে মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (ফেইজ-২) প্রকল্পের পরিবর্তে প্রস্তাবিত বহুতল ভবন ও দুর্গম এলাকায় অগ্নিনির্বাপণে সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করা হবে।	**বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৭	**বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫)** **স্থান : রমনা, ঢাকা:**	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর প্রতিনিধি জানান যে, বন্যা/দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় উদ্ধারকাজ পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে ডুবুরি ইউনিট গঠনের জন্য ৬×৬৪=৩৮৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২৫৬টি পদ সৃজনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করে। ২১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিকৃত ২৫৬টি পদের স্থলে প্রতিটি বিভাগে ৪টি করে ৮টি বিভাগে মাত্র ৪×৮=৩২টি পদ সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করে। অবশিষ্ট ২২৪টি পদ সৃজনের জন্য ১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করলে ১৯ অক্টোম্বর, ২০২০ তারিখে অসম্মতি প্রদান করে। প্রয়োজন অনুযায়ী আবশ্যকীয় স্থানে বিদ্যমান (৪৯+৩২)= ৮১ জনবলকে পুর্নবিন্যাসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানায়। ৮টি বিভাগের প্রতিটিতে ৪টি ৩২টি নবসৃজিত ডুবুরি পদে জনবল নিয়োগ ও তাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডুবুরিদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ৩০ আগস্ট ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ফায়ার সার্ভিস ও সিভির ডিফেন্স অধিদপ্তরে ৭৮ জন ডুবুরি কর্মরত আছে। এক্ষণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা বাংলাদেশ জুন, ২০১৫-কে ভিত্তি বিবেচনা করে প্রস্তুতকৃত ম্যাপিং ও অগ্রগণ্যতার তালিকা প্রস্তুত করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে ৩১টি জেলায় ১২৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে এ বিভাগে প্রাপ্ত ১২৪টি এবং ১৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত ১৩৪টি সর্বমোট (১২৪+১৩৪)= ২৫৮টি ডুবুরি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১) বন্যা/দুর্যোগপ্রবণ/নদী-নালা/পুকুর ইত্যাদি এলাকায় উদ্ধারকাজ পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে ডুবুরি ইউনিট গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডুবুরি পদ সৃজনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

প্রতিশ্রুতি-১	**মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন (তারিখ-১৭.০৪.২০১১ স্থান : মুজিবনগর, মেহেরপুর)।**	**বাস্তবায়িত**	---
প্রতিশ্রুতি-২	**সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। (তারিখ-০৯.০৪.২০১১) স্থান:সিরাজগঞ্জ সদর)**	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রতিশ্রুতিটি আংশিক বাস্তবায়িত। তিনি বলেন, সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত জমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলিত ১,১৮,২২,৭৩৮.৪০ টাকা জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ বরাবর পরিশোধ করা হয়। মহামান্য হাইকোর্টে মামলা চলমান থাকায় জমি হস্তান্তর সম্পন্ন হয়নি। তবে খাজা ইউনুছ আলী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চৌহালী ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য ০.৫৯ একর জমি দান করেছে। প্রয়োজনীয় আরও ০.৪১ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ বরাবর ২৮.০৬.২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে ১৫৬ প্রকল্প (সংশোধিত-১৪৩টি) এর মেয়াদ (জুন/২০২২) শেষ হওয়ায় ১৫৬ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত চৌহালী উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন বিষয়টি প্রস্তাবিত ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি ২৯.১২.২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরও ২টি ফায়ার স্টেশন অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় (৫২+২)=৫৪টি ফায়ার স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ১২.০৩.২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) খাজা ইউনুস আলী মেডিক্যাল কলেজের দানকৃত জমির পাশে ০.৪১ একর জমির অধিগ্রহণ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৩	**ত্রিশাল, নান্দাইল ও গৌরিপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে (তারিখ-৩১.০৩.২০১১, স্থান:ময়মনসিংহ সদর)**	**বাস্তবায়িত**	---
প্রতিশ্রুতি-৪	**সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।**	**বাস্তবায়িত**	---

প্রতিশ্রুতি-৫	**বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন (তারিখ-০৬.০৫.২০১০; স্থান:বরগুনা সদর)**	**বাস্তবায়িত**	---
প্রতিশ্রুতি-৬	**চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে। (তারিখঃ ২৭.০৪.২০১০; স্থান চাঁদপুর)**	**বাস্তবায়িত**	---
প্রতিশ্রুতি-৭	**কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে। (তারিখ-০৬.০৩.২০১০; স্থান কুড়িগ্রাম)**	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পক্ষয়ে সভাকে জানানো হয় যে, কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপন করার মধ্য দিয়ে এই প্রতিশ্রুতির আংশিক বাস্তনবায়ন করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ নিয়ে জটিলতার কাড়নে ভুরুংগামারী ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নির্মানকাজ সম্পন্ন হয়নি। ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রস্তাবিত ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ১২.০৩.২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) জটিলতা নিরসন করে দ্রুত জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। ২) দ্রুত ডিপিপি চূড়ান্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৮	**কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর ও কাশিয়ানী: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর ও কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশন এর পুর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপন করতে হবে। (তারিখ-০৩.০৫.২০০৯; স্থান টুঙ্গীপাড়া)**	**বাস্তবায়িত**	---

৪। কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক

সভাকে জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ১৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ৯টি প্রতিশ্রতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান।

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত

নির্দেশনা-১	**কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান, জানুয়ারি, ২০১৯ এ কারাগারের বন্দি ধারণক্ষমতা ছিল ৪০,৬৬৪ জন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা ও কক্সবাজার কারাগারে নতুন ভবন নির্মাণ/বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে কারাগারসমূহের বন্দি ধারণক্ষমতা ১৯৬২ জন বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৪২,৬২৬ জনে উন্নীত হয়েছে। কারাগারের ধারণক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করার জন্য খুলনা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নরসিংদী ও জামালপুর কারাগার নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ করা হচ্ছে। তিনি কারাগারের ধারণক্ষমতা বৃধির লক্ষ্যে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি তুলে ধরেন ক) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্পের কাজ ৩০ জুন ২০২৫-এর মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। এ পর্যন্ত কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮০%। খ) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের কাজ ৩০ জুন ২০২৩ এর মধ্যে সমাপ্ত করার সময়সীমা নির্ধারিত আছে। এ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৮১%। গ) জামালপুর, কুমিল্লা ও নরসিংদী কারাগারের নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জামালপুর কারাগারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭.৫০%, কুমিল্লা ২৫% এবং নরসিংদী ৪৮%। ঘ) কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে এবং ৩০ জুন ২০২৩ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য সময়সীমা নির্ধারিত আছে। এ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৭০%। ২) অচল, অক্ষম, দীর্ঘদিন যাবৎ জটিল এবং গুরুতর দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত বন্দিদের মুক্তির লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে কারা অধিদপ্তর হতে তারিখে ০৫.০১.২০২২ এর মাধ্যমে ১৪ জন বন্দির মুক্তির প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী-এর অবশিষ্ট কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ২)জামালপুর, কুমিল্লা, নরসিংদী জেলা কারাগার পুনর্নির্মাণ প্রকল্প-এর বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। প্রকল্পসমূহের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩) কারা অধিদপ্তর থেকে অচল, অক্ষম, দীর্ঘদিন যাবৎ জটিল এবং গুরুতর দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-২	**কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।** **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	কারা মহাপরিদর্শক সভাকে অবহিত করেন, কারাগারসমূহে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের জন্য '**অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন**' শীর্ষক প্রকল্পে ৬৮টি অ্যাম্বুলেন্স এর সংস্থান রাখা হয়েছে। এ বিভাগে প্রেরিত ডিপিপি বিষয়ে ০৭.০৯.২০২২ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে। এছাড়া প্রতিটি অ্যাম্বুলেন্স এর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত দরের চেয়ে (৪৪.০০ লক্ষ টাকা) প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃক প্রদত্ত দর (৫১.৯০ লক্ষ) ৭,৯০,০০০/- টাকা বেশি উল্লেখ রয়েছে। অধিকন্ত Highroof অ্যাম্বুলেন্স বাংলাদেশে আমদানী না হওয়ায় কারিগরি বিনির্দেশ থেকে Highroof শব্দটি বাদ দিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চেয়ে ১৫.০২.২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে কারাগারে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা সম্ভব হবে।	১) কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স-এর সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়/সংগ্রহ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৩	**কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**	কারা মহাপরিদর্শক সভায় জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের সংশোধিত প্রকল্প প্রেরণের জন্য IIFC কর্তৃপক্ষ বরাবরে ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। IIFC কর্তৃপক্ষ ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ সংশোধিত আর্থিক প্রস্তাব দাখিল করেছেন। সংশোধিত আর্থিক প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগ হতে প্রস্তাব পুন:পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রেরণের জন্য গত ০৬.১১.২০২২ তারিখে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক ১৭.১১.২০২২ তারিখ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে IIFC এর প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত চেয়ে ১৮.১২.২০২২ তারিখ গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৪	**কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।** **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**	কারা মহাপরিদর্শক উল্লেখ করেন, কারা হাসপাতালসমূহে চিকিৎসকের ১৪১টি অনুমোদিত পদের মধ্যে বর্তমানে প্রেষণে ৪ জন চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন। অবশিষ্ট ১৩৭টি চিকিৎসকের শূন্য পদ শূন্য রয়েছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সিভিল সার্জন কর্তৃক সাময়িকভাবে সংযুক্ত ৫২ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারাগারে কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া সম্প্রতি স্বাস্থ্য ১৭.০১.২০২৩ তারিখ ৯০ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারা হাসপাতালে পদায়নের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০১.০২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ৭৬ জন চিকিৎসক পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদান করেছেন।	১) কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠন বিষয়ক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৫	**বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।** **(তারিখ: ০৭.০৫.২০১৫ স্থান: রমনা ঢাকা)**	কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ২৩১৯টি মামলায় ২২০১ জন মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামি দেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি আছেন। মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দিদের উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সমন্বিতভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত গঠিত কমিটির ১২তম সভার (০১.০৩.২০২০) সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনে ২১৫ জন বন্দির অনিস্পন্ন মামলার মধ্যে জুন, ২০২২ পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগে ২৯টি এবং আপিল বিভাগে ১০টি মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনে ২১৬ জন বন্দির অনিস্পন্ন মামলার মধ্যে কোন মামলা কত বছরের পুরানো তার পরিসংখ্যান প্রতিমাসে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।	১) উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে এ বিভাগ হতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২) উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহের মধ্যে চলতি বছরে কতটি আপিল মামলা ছিল এবং কতটি নিস্পত্তি করা হয়েছে তা তালিকা করে এ বিভাগে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৬	**কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন, ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ।** **(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা)।**	কারা অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি সভাকে জানান, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর করা হয়েছে। বিদ্যমান স্থানে প্রস্তাবিত মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স এর নকশা গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে। ২৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ২য় সভায় উক্ত নকশা অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া, পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের অবশিষ্ট উন্নয়ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	১) মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স-এর নকশার ভেটিং পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ২)পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৭	**কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।** **(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫; স্থান রমনা, ঢাকা)**	কারা মহাপরিদর্শক জানান, কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা দপ্তর, মার্কিন দূতাবাস, বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় ২১১ জন এবং যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস কর্তৃক ২ জন ডেপুটি জেলার মোট (২১১+২)=২১৩ জন কারা কর্মকর্তাকে দেশে এবং ৮ জন কারা কর্মকর্তাকে বিদেশে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সকল মৌলিক প্রশিক্ষণ কারিকুলামে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে কর্মরত ৮৩৪৬ জন কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীর মধ্যে ৪৮৩৫ জনকে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪ খ্রিঃ এর মধ্যে অবশিষ্ট ৩৫৫১ জন কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীকে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	১) কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৮	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারাখানার জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫ স্থান: রমনা, ঢাকা)	বাস্তবায়িত	---
প্রতিশ্রুতি-১	বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫) স্থান রমনা, ঢাকা:	বাস্তবায়িত	---
প্রতিশ্রুতি-২	কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা : কারা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন স্কুল নির্মাণ। তারিখ-১০.০৪.২০১৬) স্থান:	বাস্তবায়িত	---
প্রতিশ্রুতি-৩	সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। (তারিখ-১০.০৪.২০১৬; স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)	সভাকে জানানো হয়, কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ২৮.০৯.২০২২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গত ১০.১১.২০২২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা পর্যালোচনাপূর্বক প্রস্তাবিত জনবল ৩ ধাপে অর্থবছরভিত্তিক বিভাজন করে প্রেরণের জন্য গত ৩০.১১.২০২২ তারিখে কারা অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৪	কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে। (তারিখ-১০.০৪.২০১৬ স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)	কারা মহাপরিদর্শক সভায় জানান, কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের জন্য সংশোধিত আর্থিক প্রস্তাব ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগ হতে প্রস্তাব পুনঃপরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রেরণের জন্য ০৬.১১.২০২২ তারিখে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সে মোতাবেক ১৭.১১.২০২২ তারিখ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মতামত চেয়ে ১৮.১২.২০২২ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	২০০-২৫০ শয্যার কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৫	কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে	বাস্তবায়িত	---

প্রতিশ্রুতি-৬	**কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে (তারিখ-১০.০৪.২০১৬; স্থানঃ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান যে, কারাগারে আটক বন্দিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। অধিকন্তু, কারাবন্দিদের সংশোধনের বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে কারা আইনকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে Bangladesh Prisons and Corrcetional Services Act, ২০২১ প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।	কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে রুপান্তর করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৭	**বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে (তারিখ-১০.০৪.২০১৬ স্থান-কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	কারা মহাপরিদর্শক বলেন যে, কারাগারে আটক বন্দিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কারাগারে আটক ২৬,৪৩৭ জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারকে এ প্রশিক্ষণের আওতায় আনয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।	কারাগারে আটক বন্দিদেরকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৮	**কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণ করা হবে। (তারিখ-১০.০৪.২০১৬;স্থানঃ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান যে, কারাগাড়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণের জন্য রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের জন্য ১টি এবং খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের জন্য ১টি একই ধরণের প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত দুইটি পৃথক ডিপিপি প্রনয়ণের জন্য ২০.১২.২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

প্রতিশ্রুতি-৯	**কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**	কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান যে, সর্বশেষ ২৩-০২-২০২৩ তারিখে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন গ্রেড ও পদমর্যাদা উন্নীতকরণের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারা অধিদপ্তর হতে এ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কারা মহাপরিদর্শক সভায় উপস্থাপন করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন গ্রেড ও পদ মর্যাদা উন্নীতকরণের প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক বেতন গ্রেড ও পদ মর্যাদা উন্নীতকরণের প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক কমিটি গঠন করে পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হওয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন গ্রেড ও পদ মর্যাদা উন্নীতকরণের প্রস্তাবটি বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ করেন।	১) কারা অধিদপ্তর হতে প্রেরিত কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন গ্রেড ও পদমর্যাদা উন্নীতকরণের প্রস্তাব পর্যালোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২) কারা অধিদপ্তরের নিয়োগবিধিমালা সংশোধন করার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-১০	**প্রিজন লিংক স্থাপন করতে হবে। (তারিখ-১০.০৪.২০১৬; স্থান : কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান যে, কারাবন্দীদের কথা বলার সুবিধার্থে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত কমিটি একটি অপারেটিং পদ্ধতি (sop) এর খসড়া প্রণয়ন করে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের আত্মীয় স্বজনের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। টেলিটক এর প্রস্তাবনা চূড়ান্তকরণের জন্য এ বিভাগ কর্তৃক ১০ সদস্য বিশিষ্ট ১টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সভা ১৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।	১) কারাবন্দিদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য ভিডিও কনফারেন্স-এর সুবিধাসহ স্বজন লিংক স্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ২) নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে স্বজন লিংক স্থাপন করার সময় বন্দির সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফোন বুথের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

৫। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৭টি নির্দেশনা আছে। ৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে, ১টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অপর একটি প্রক্রিয়ায়ধীন রয়েছে।

ক্রম	নির্দেশনা	অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত

নির্দেশনা-১	**(ক) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে।** **(খ) ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।** **(গ) ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে।** **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান: সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিম্নরূপ অগ্রগতি উপস্থাপন করেন (ক) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জন্য শেরে বাংলা নগরস্থ প্রশাসনিক এলাকার প্লট নম্বর এফ-১৪/বি এর ০.১৬৫ একর জমি বরাদ্দ পাওয়া গেছে। পার্শ্ববর্তী প্লটের আর ১০ কাঠা জমি বরাদ্দের জন্য আবেদন করা হয়েছে। জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রধান কার্যালয় নির্মাণকাজ করা সম্ভব হবে। খ)ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিদেশস্থ ৮০টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ২০টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। (গ) ই-টিপি রাজস্বখাত হতে বাস্তবায়নের জন্য DG Infotech Ltd এর সাথে ২৯.০৯.২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ই-টিপি এর সম্ভাব্য ডিজাইন অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হয়েছে। (ঘ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের মধ্যে e-visa বাস্তবায়নে ১৮.১০.২০২২ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২১.১১.২০২২ তারিখের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে উক্ত কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের মাধ্যমে SITA ই-ভিসার উপর একটি প্রেজেন্টেশন প্রদান করেছে এবং e-visa বাস্তবায়নে বাংলাদেশের চাহিদার প্রেক্ষিতে তাদেরকে তথ্যাদি প্রদান করা হয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী SITA কর্তৃক প্রস্তাব পাওয়া গেলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	(১) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণসহ এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২) বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; (৩) ই-টিপি ও ই-ভিসা সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-২	**পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে।**	**বাস্তবায়িত**	---

নির্দেশনা-৩	**বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯; স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	বহিরাগমন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের কেরাণীগঞ্জে ঢাকা-মাওয়া মাহসড়কের পাশে নোয়াদ্দা, বাগৈর মৌজার ৫৭১ শতক জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান। জেলা প্রশাসক, ঢাকা প্রস্তাবিত জমির মূল্য প্রাক্কলন করে তা ১২০ দিনের মধ্যে পরিশোধের অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিয়েছে।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৪	**নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমআরপি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।** **(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫-স্থান : রমনা, ঢাকা):**	**বাস্তবায়িত**	---
নির্দেশনা-৫	**ইংল্যান্ড, ইতালী, সৌদিআরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে এমআরপি প্রেরণ করার কথা বলা হলেও পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কারণ কি তা পরীক্ষা করে জরুরিভত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে হবে। উল্লেখিত দেশসমূহে পর্যাপ্ত জনবল ও অধিক সংখ্যক প্রিন্টার মেশিন সরবরাহ করতে হবে।** **(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫-স্থান : রমনা, ঢাকা)**	**বাস্তবায়িত**	---
নির্দেশনা-৬	**প্রক্রিয়াধীন ৮টি দেশে ১০টি অফিসের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অপর প্রস্তাবিত দেশগুলোর মধ্যে থেকে আপাতত ইউকে, ইউএসএ এবং ইইউভুক্ত যে কোন একটি দেশে পাসপোর্ট অফিস খোলা এবং কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা।** **(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫, স্থান : রমনা, ঢাকা)**	**বাস্তবায়িত**	---

নির্দেশনা-৭	সারাদেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে MRP এবং MRV বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। ১৯টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ১০টি মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা কার্যক্রমের জন্য ২য়-৯ম গ্রেডের ১০টি পদ সৃজন করা হবে। (তারিখ-১৩.০৩.২০১৪-স্থান : রমনা, ঢাকা)	বাস্তবায়িত	---

সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সেবার মানোন্নয়ন, অধিদপ্তরসমূহে কর্মরত কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা ও মর্যাদা বৃদ্ধিসহ সার্বিক বিষয়ে সদয় দিক-নির্দেশনা দেয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি পুনর্বার কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনাসমুহ যথাযময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নে সকলকে আরও আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করার অনুরোধ জানান।

অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০১৪.৩৪.০০২.২২.৭৫

তারিখ: ১৫ চৈত্র ১৪২৯
২৯ মার্চ ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মোঃ আমিন আল পারভেজ
উপসচিব